সংবাদ

475

তারিখ 2.1.2.৭২
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

175

বোর্ডের বই বিতরণ সমাচার

বরিশাল, ২৯শে জানুয়ারী (দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রতিনিধি)। জানুয়ারী মাস প্রায় শেষ। স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নতুন বই কেনা শুরু হয়ে গেছে। এবারে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড প্রকাশিত যাবতীয় পাঠ্য বই দেশের নির্ধারিত পোষ্ট অফিস সমূহ থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে।

দক্ষিণাঞ্চলের দু'তিনটি জেলার নির্ধারিত পোষ্ট অফিসগুলো থেকে বোর্ড বই সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি হবার খবর পাওয়া গেছে। জেলা শহরের মূল পোষ্ট অফিস থেকে এই সমস্ত পাঠ্যবই পাঠানো হচ্ছে জেলার বিভিন্ন স্থানের ছোট ছোট পোষ্ট অফিসগুলোতে।

এসব ছোট ছোট পোষ্ট অফিসে এখনি স্থানাভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় অসুবিধে হচ্ছে লোকের। গ্রামাঞ্চলের বহু পোষ্ট অফিসেই দু'য়েকজনের বেশী লোক নেই। তারা এখন পোষ্ট অফিসের নিজস্ব কাজ করবেন, না বই বিক্রি করবেন—এই সমস্যায় পড়ে কোন দিকেই তারা কাজ করতে পারছেন না। তারা অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে, এই বাড়তি কাজের জন্য তারা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তার সমাধান করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। এছাড়া কোন ডাকঘরেই প্রতি ক্লাসের সেট মিলিয়ে বই সরবরাহ করা যাচ্ছে না। কারণ কোন ক্লাসেরই পুরো সেট বই আসেনি।

অন্যদিকে যে ভাবে সেট মিলিয়ে দেয়া যায় তাতে অনেক ছাত্র ছাত্রীই বই নিতে চায় না। কেননা, কোন শ্রেণীর ছাত্রদেরই গার্হস্থ্য বিজ্ঞান প্রয়োজন হয় না। এই বইটি ছাত্রীদের জন্য দরকার। অথচ অনেক ডাকঘরে এই বইটিও সবাইকে সমানভাবে দিয়ে দিচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ যে সমস্ত বই তারা পায়নি তার জন্য প্রতিদিন তারা সংশ্লিষ্ট ডাকঘরে এসে ভিড় জমাচ্ছে। পোষ্ট মাষ্টারও বলতে পারছেন না কবে তারা এই বই পাবে কি আদৌ পাবে না।

সমস্যা সবচাইতে বেশী সৃষ্টি হবে এই বইয়ের মৌসুম শেষ হয়ে গেলে। কারণ বিক্রির পর যে সমস্ত বই থেকে যাবে সেই বইর কী হবে। অবিক্রীত বই কি আগামী বছরের জন্য ডাকঘরেই থেকে যাবে—না কি ফেরত যাবে বোর্ড অফিসে। এখনি তো অনেক ডাকঘরের বই প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের অভাবে পোকায় ধরেছে। এক বছর এভাবে ডাকঘরে রয়ে গেলে অবিক্রীত বইয়ের অর্ধেকও পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচবে না।

স্থানীয় ডাকঘরের একজন কর্মকর্তা জানালেন, বই যথেষ্ট পরিমাণ অবিক্রীত রয়ে যাবে বলে তিনি ধারণা করছেন। এবং এটা এখনি তাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। জিলা শিক্ষা বিভাগের একজন জানিয়েছেন যে, গ্রামাঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয় থেকেই মূল ছাত্র সংখ্যার অনেক বেশী ছাত্র সংখ্যা দেখিয়ে লিষ্ট পাঠানো হয়েছে। কারণ সরকারী নিয়ম মাফিক প্রতিটি উচ্চ-বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শ্রেণীগুলোতে কমপক্ষে দ'শ ছাত্রছাত্রী থাকতেই হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু বিদ্যালয়েই একশ' দেড়শ' বা তারও নীচে রয়েছে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা। এর ফলে এই যে বাড়তি ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার বাড়তি বই আসবে সেই বইগুলো স্বাভাবিক কারণেই অবিক্রীত রয়ে যাবে ডাকঘরের গুদামে।